দৈনিক ইত্তেফাক

JUN. 25 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

মুন্সীগঞ্জের কে কে সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

মুন্সীগঞ্জ জেলা সংবাদদাতা ঃ মুন্সীগঞ্জ জেলা সদরে অবস্থিত কে কে গভঃ ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রধান শিক্ষকের বিভিন্ন দুর্নীতি, অদক্ষতা ও সহকারী শিক্ষকের দায়িত্বহীনতার ফলে ছাত্রদের জন্য একমাত্র সরকারী বিদ্যালয়টি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। লেখাপড়ার মান সর্বনিম্নে পৌঁছে গেছে। বিদ্যালয়ে কর্মরত ২৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ডিজির কাছে দুর্নীতির লিখিত অভিযোগ করেন বর্তমানে কর্মরত প্রধান শিক্ষক এ কে এম মনির হোসাইনের বিরুদ্ধে। অভিযোগে বলা হয়, প্রধান শিক্ষক এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করে ৭৪ হাজার ৭শ' টাকা আত্মসাৎ করেন। বিবিধ ফান্ড নামে ছাত্রদের নিকট থেকে ৫০ টাকা হারে ৪৮ হাজার টাকা এবং পরীক্ষা ফান্ডের ২ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করেছেন। প্রধান শিক্ষক সরকারী বাসা ব্যবহার না করে বিদ্যালয়ের দোতলায় শ্রেণীকক্ষকে বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করছেন। এরফলে শ্রেণীকক্ষের অভাবে স্বাভাবিক শ্রেণীকার্য ব্যাহত হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক তার বাসস্থানকে চতুর্দিকে গ্রীল দিয়ে আটকিয়ে দূর্গে পরিণত করেছেন। শ্রেণীকার্য চলার সময় প্রধান শিক্ষক নীচে নেমে শ্রেণীকার্য তদারকি করেন না। দোতলায় বসেই অফিসের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করেন। প্রয়োজনে শিক্ষকদের দোতলায় নিজ বাসস্থানে ডেকে পাঠান। প্রধান শিক্ষকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সহকারী শিক্ষকগণও তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন না। একটি সরকারী বিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও চলতি শিক্ষাবর্ষে ছাত্রদের নিজস্ব সিলেবাস না দিয়ে বাজার থেকে পাইকারী কিনে তা সরবরাহ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে ছাত্রী না থাকা সত্ত্বেও সিলেবাসে গার্হস্থ্য অর্থনীতি রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, নিজস্ব সিলেবাস করার জন্য ছাত্রদের নিকট থেকে টাকা নেয়া হয়েছে। জানা যায়, এরজন্য প্রধান শিক্ষক দায়ী রয়েছেন। তিনি নিজস্ব ক্ষমতাবলে এ কাজ করেছেন। প্রধান শিক্ষকের সাথে সহকারী শিক্ষকদের সুসম্পর্ক না থাকায় স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ বিদ্যালয়টিতে নেই। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দেয়ায় সহকারী শিক্ষকদের সাথে তার সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে। প্রধান শিক্ষক সহকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে থানায় জিডি করেন। গত কয়েক বছর যাবত সরকারী বিদ্যালয়টিতে এ পরিবেশ বিরাজ করায় লেখাপড়ায় ক্ষতিসাধন হয়। কে কে ইনস্টিটিউশনে এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ছিল শতকরা ৯০ থেকে ১০০ ভাগ। গত ৫ বছর যাবত পাশের হার দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ। ছাত্ররাও স্কুল পালিয়ে যায় টিফিন পিরিয়ডের পর। স্থানীয় অভিভাবকদের অভিমত, সমস্ত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনে অন্যত্র বদলী করা একান্ত প্রয়োজন। প্রধান শিক্ষক তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে বলেন, প্রত্যেকটি খাতের জন্য সহকারী শিক্ষক দায়িত্বে রয়েছেন। আর্থিক লেনদেনে কোন অনিয়ম এবং ছাত্রদের নিকট থেকে অতিরিক্ত কোন ফি আদায় করা হয়নি।